সংবাদ

তারিখ 30 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

উপাচার্য অনুসন্ধান কমিটি পুনর্গঠন

সরকার দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে অধিকতর স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে গত ১৩ মে'র প্রজ্ঞাপনটি আংশিক সংশোধন করে সার্চ কমিটি পুনর্গঠন করেছে।

পুনর্গঠিত ৭ সদস্যের কমিটিতে শিক্ষা সচিবকে সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. নূরউদ্দিন আহমদ, ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের সাবেক ডিন প্রফেসর এসএম বুলবুল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ড. এহসানুল হক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)। কমিটির সদস্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

এ কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকদের হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করে তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ পূরণের জন্য একটি পদের বিপরীতে ৩ জন অধ্যাপকের নাম প্রস্তাব করবে। কমিটি সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অথবা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের সুপারিশ করবে। আইন অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ায় ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সার্চ কমিটির আওতাবহির্ভূত থাকবে। তথ্যবিবরণী।

গভর্নর : রাজি নন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়েছে বলে ব্যাংকের একটি সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, চিঠিতে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তির হিসাব সরবরাহের এরকম কোন বিধান নেই।

গত ২৭ জুলাই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার ব্যাংক হিসাবের বিবরণী চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি দেন। অন্যদিকে গতকাল খালেদা জিয়ার পক্ষে একই বিবরণী চেয়ে একটি চিঠি বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়ে যান দৈনিক দিনকালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনপি নেতা শিমুল বিশ্বাস ও খালেদা জিয়ার আইনজীবী এডভোকেট আহমেদ আজম।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অপারগতা প্রকাশ করে পাঠানো চিঠি শেখ হাসিনাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং খালেদা জিয়াকে তার মইনুল রোডের বাসভবনের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সম্পদের হিসাব জানতে চেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের লেনদেন ও হিসাব বিবরণীর তথ্য জানতে চান দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ দু'জনের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে সাংবাদিকদের বলেছেন, আমরা এ দু'জনের চিঠি পেয়েছি। এ বিষয়ে কাজ চলছে। এখনও বলার মতো কিছু হয়নি।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাব বিবরণী দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় গতকাল সন্ধ্যায় আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন খালেদা জিয়া। শহীদ মইনুল সড়কের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট আহমেদ আজম খান ও এডভোকেট শামসুর রহমান।